শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, তাঁর সরকার দেশ থেকে এবং বিশেষভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রশ্নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর এ উচ্চারণ গোটা জাতির জন্যে আশ্বাসবহ। আমরা এর আগেও অনেকবারই বলেছি, সন্ত্রাস, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন ব্যতিরেকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের কোনই উপায় নেই। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস এক দিকে শিক্ষা তথা উন্নত জাতি গঠনের যাবতীয় আয়োজনকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে অপরাধ জগতের অন্ধকারে টেনে নিয়ে তাদের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলছে। জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে এ অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অন্যান্য দাবীর সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সুপারিশ পেশ করলে তিনি বলেন, 'দেশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।' তিনি এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা আহবান করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস দুমনের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলরদের সঙ্গে আলাপকালেও তিনি এই সন্ত্রাস দমনের পন্থা সম্পর্কে তাদের পরামর্শ আহবান করেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এ দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই বাস্তবসম্মত মনে করি। সকলের সহযোগিতা এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পরামর্শ থেকেই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের কার্যকর পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ব্যাপক বিস্তার আর জটিল চারিত্র্য ধারণ করে আছে। এই সন্ত্রাসের শিকড় অনেক দূর বিস্তৃত, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিছু জটিলতার কথা প্রধানমন্ত্রীও উল্লেখ করেছেন। যেমন পঞ্চম জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করলেও সে কমিটি কোন কাজই করতে পারেনি। এর থেকে গলদের মূল অনুমান করতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে জটিলতা যতই হোক, জাতীয় স্বার্থে এ বিপত্তি উত্তরণ ছাড়া পথ নেই। আর সকলের সহযোগিতা নিয়ে সরকার যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ব্যর্থতারও কারণ থাকতে পারে না। সন্ত্রাস, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, এ এমনই এক অনাচার যা কোন বিবেকবান মানুষই সমর্থন করতে পারেন না।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বিভিন্ন উপলক্ষে এই সন্ত্রাসের নিন্দা এবং একে নির্মূল করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আমরা মনে করি, সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সরকারের উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলসহ সর্বমহলের সহযোগিতা দরকার। এই লক্ষ্য অর্জনে সকলকে তাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রিয় সন্তানদের ঘৃণ্য সমাজবিরোধীতে পরিণত হতে কিংবা লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে দেখতে চায় না। সাধারণ মানুষের এ অনুভূতি উপলব্ধিতে নিতে ভুল করলে তার ফল খুবই ক্ষতিকর হবে। আমরা মনে করি, সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার আহবানের প্রেক্ষিতে সর্বমহল সাড়া দেবেন। সকলের স্বার্থ যেখানে নিহিত, সহযোগিতাও অবধারিত হতে বাধ্য।

সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিরোধী দলের নেত্রী থাকাকালেও তিনি একই দাবী জানিয়েছেন। দলীয় পর্যায়ে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন। অবস্থানগত দুর্বলতার ফলে তখন যা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, আজ তা তার আয়ত্তাধীন। আমরা বিশ্বাস করি, সন্ত্রাসের কালো হাত যত দৃঢ়ই হোক, তা রাষ্ট্রক্ষমতার চেয়ে প্রবল নয়। কাম্য সহযোগিতার অভাব ঘটলেও তার এগিয়ে যাওয়ায় বাধা কিছু নেই। বিশেষ করে সকল শ্রেণীর মানুষের সমর্থন এতে তিনি পাবেনই। আর জনসমর্থনই একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান শক্তি। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকারকে আমরা তাই আশা আর আশ্বাসের সুবাতাস বলেই গণ্য করি।

কোড নম্বরহীন এসএসসি খাতা ঃ আবেদন বিবেচনার সম্ভাবনা কম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ পরীক্ষার খাতায় শুধুমাত্র সেট কোড নম্বর না থাকায় যে সকল ছাত্রছাত্রী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করা হয়নি, তাদের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে। তিন হাজার ৪শ' ছাত্রছাত্রী এই ভুল করেছে।

রোববার রাতে এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দৈনিক বাংলাকে জানান, এই ছাত্রছাত্রীদের ফল বিপর্যয় নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে তিনি জানান আগামী দু'একদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতায় সেট কোড নম্বর না লেখার তাদের ফল প্রকাশ করা হয়নি। একটি সূত্র জানিয়েছেন, এইসব পরীক্ষার্থীর খাতাও একই কারণে মূল্যায়নও করা হয়নি।

গতবারও কম্পিউটারে সেট কোড ভুল হবার কারণে পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর ফল বিপর্যয় ঘটেছিল। পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি যাচাই করে এসব ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। গতবার এই একই কারণে মেধা তালিকার কিছু পরিবর্তনও ঘটেছিল।

এদিকে সেট কোড লিখতে ভুল করা ৩ হাজার ৪শ' ছাত্রছাত্রীসহ তাদের অভিভাবকরা নিদারুণ হতাশায় ভুগছেন। প্রতিদিনই তারা এ ব্যাপারে ধরনা দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডগুলোতে। তারা দাবী করছেন, গত বছরের মতন এবারও বোর্ড কর্তৃপক্ষ যাতে এই সমস্যার সমাধান করেন। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীর বক্তব্য হচ্ছে এই সেট কোড নম্বর ভুলের জন্য পরীক্ষার্থীরা এককভাবে দায়ী হতে পারে না। এর জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক ও পরীক্ষকও যথেষ্ট দায়ী। কারণ হিসাবে তারা বলছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে যখন সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক খাতায় স্বাক্ষর করেন, তখন তাদের এই বিষয়টির উপর লক্ষ্য করা উচিত ছিল। অসম্পূর্ণ উত্তরপত্রে তাদের স্বাক্ষর করা কোন মতে দায়িত্ব পালন মাত্র বলে অভিভাবকরা বলছেন। অভিভাবকরা এই ভুলের জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করার দাবী তুলেছেন।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রথম দফায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর এই দাবী নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরে এটা অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

ঢাকা শহরের গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, হলিক্রস, ভিকারুন্নিসা নূন, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলসহ অনেক নামীদামী স্কুলের পরীক্ষার্থীরা এই সেট কোড নম্বর ভুলের শিকার হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো থেকে জানা গেছে, অনেক মেধাবী ও ভাল ছাত্রছাত্রীর ফল বিপর্যয়ে তারা আশ্চর্য হয়েছেন। পরে তারা জানতে পারলেন সেট কোডের বিষয়টি।

এই বিষয়গুলো পূর্ণ নিরীক্ষণের মাধ্যমে গতবারের মত মেধা তালিকার ফলাফলও পরিবর্তন হবার কথা বলেছেন এই সমস্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছেন, টেস্টে ৮শ' থেকে সাড়ে ৮শ' নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ফল বিপর্যয় হওয়ায় তারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তাদের ধারণা ছিল এই ছাত্রছাত্রীরাই মেধা তালিকায় উঠে আসবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান, যাদের ফল সেট কোড নম্বর ভুলের কারণে অপ্রকাশিত রয়েছে তাদের আবেদন বিবেচনার সম্ভাবনা খুব কম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, পরীক্ষার খাতায় সেট কোড নম্বর বসানোও পরীক্ষা প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এই ভুলের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের কিছু করার নেই।

17 JUL 1996